প্র জে ক্ট ডি প ফ্রি জ

অনুপ্রবেশ

২ টেরাবাইটের একটা মডেল রেন্ডারিং করতে দিয়ে একটু আরাম করে বসল জাহেদ। কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে ভ্রূটা কুঁচকে গেল জাহেদের। প্রোগ্রেস বারে যে সময় লাগবে বলে জানানো হচ্ছে সেটা মোটেও পছন্দ হলো না তার। একটা ২ টেরাবাইটের রেন্ডারিং করতে এতটা সময় লাগার কথা নয়। নেটওয়ার্ক কানেকশনটা দ্বিতীয়বার চেক করেও কোনো সমস্যা পায় না জাহেদ।

লগ বুক ঘেঁটে বের করে ৪ দিন আগেও একটা ৪ টেরাবাইটের এনভায়রনমেন্ট রেন্ডারিং করতে সময় লেগেছিল ৪ ঘণ্টা। অথচ, আজকের এই ২ টেরাবাইটের মডেল রেন্ডারিং করতে সময় লাগবে বলছে সাড়ে ১২ ঘণ্টা। এতটা সময় লাগার তো কথা নয়। রানিং প্রসেসগুলো একবার চেক করে অবাক হলো জাহেদ। 12EF329BA37.EXE নামের একটি প্রসেস বেশ বড় জায়গা নিয়ে আছে সার্ভারের প্রাইমারি মেমোরিতে। ক্রিসমাসের মাত্র ২ দিন বাকি। এই সময় প্রায় সব ডিপার্টমেন্টের কর্মীরাই ছুটি নিয়ে চলে গেছে। এত বড় ডাটা নিয়ে কার কাজ করার প্রয়োজন হলো, ভেবে একটু অবাক হয় জাহেদ।

নেটওয়ার্ক ইনচার্জ স্যামকে ইন্সট্যান্ট মেসেজ পাঠায় জাহেদ। রিপ্লাই আসতে প্রায় ৫ মিনিট সময় নেয়। মনিটরের ধারে কাছে ছিল না স্যাম। ক্রিসমাসের ছুটি আগেই খরচ করে ফেলেছে বলে পেনাল্টি হয়েছে স্যামের। ছুটিতে অফিসেই থাকতে হবে। তাই মেজাজ খারাপ করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল স্যাম। জাহেদ 12EF329BA37 আইডির প্রসেসটার কথা জানায় স্যামকে। প্রথমে স্যাম প্রসেসটাকে গুরুত্ব দেয় না। জাহেদকে কিছু একটা বুঝিয়ে দেয়। জাহেদও আর মাথা ঘামায় না। রেন্ডারিংটা চলতে দিয়েই এটাচি কেসটা গুছিয়ে ফেলে জাহেদ। রেন্ডারিং শেষ হলে তার টারমিনাল অটো ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে। এটাই নিয়ম এরেট্রনিক্স ইনকের। তাই অচেনা প্রসেসটা নিয়ে আর মাথা ঘামায় না সে। তাছাড়া নেটওয়ার্কিং এক্সপার্ট সে নয়। সে হলো এরেট্রনিক্সের একজন ক্যাড স্পেশালিস্ট। আর অন্যদিকে স্যাম বেশ নামকরা নেটওয়ার্কিং এক্সপার্ট ও সিকিউরিটি এনালিস্ট। গতমাসে স্যাম বেশ ঘটা করেই এরেট্রনিক্সের সার্ভারের দুটো পোর্ট হ্যাকারদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়ে গর্বের সাথে হ্যাকারদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল এরেট্রনিক্সের সার্ভার হ্যাক করার জন্য। কিন্তু গত একমাসেও তা সম্ভব হয় নি। আর এখন সেই পোর্ট দুটোও আর উন্মুক্ত নেই। তাই এরেট্রনিক্সের সিকিউরিটি নিয়ে আগামী কয়েকমাসে স্যাম আর মোটেও চিন্তা করতে চায় না।

তবুও নিছক দায়িত্ব বশেই প্রসেসটা সে ভালোভাবে স্টাডি করল। খুব সাদামাটা একটা প্রসেস। সার্ভারের প্রথম প্রসেসরটা প্রায় পুরোটা জুড়েই সে আছে। এরেট্রনিক্সের সার্ভারের হার্ডওয়্যার আর্কিটেকচারটাও খানিকটা অদ্ভুত। এখানে ওএসটি প্রথম প্রসেসরে কাজ না করে আলাদাভাবে ওএস প্রসেসরে কাজ করে যেখানে অন্য কোনো প্রোগ্রামের কাজ করার সুযোগ নেই। এমনকি প্রাইমারি মেমোরি সেকশনেও ওএস-এর জন্য রয়েছে আলাদা চিপ। সার্ভারের সতের নম্বর প্রসেসরেও প্রসেসের কিছু অংশ কাজ করছে। কিন্তু এই ব্যাপারটা পছন্দ হলো না স্যামের। এরেট্রনিক্সের সার্ভার এবং ওএস কোনোভাবেই একই প্রসেসের জন্য এত দূরের দুটি প্রসেসর বরাদ্দ দেবে না। সব সময় পাশাপাশি দুটি প্রসেসর বরাদ্দ দেবে। কিন্তু এই প্রসেসের বেলায় সেটি ঘটছে না। স্যাম তখন প্রসেস রিকোয়েস্টটি কোন টার্মিনাল থেকে এসেছে সেটা চেক করার চেষ্টা করল। আর এ কাজের ফলাফলটাই তাকে সবচেয়ে বেশি অবাক করল। প্রসেসটা এসেছে বাইরে থেকে। সবাই ক্রিসমাসের ছুটিতে বাড়িতে গেছে। কেউ কেউ চলে গেছে শহরের বাইরে। এই অবস্থায় কে বাড়ি থেকে এত বড় একটা প্রসেস চালাতে দিতে পারে। স্যাম বেশ ভালোরকম অবাক হলো। প্রসেসটা কোন পোর্ট দিয়ে এসেছে চেক করে সে আরো অবাক হলো। প্রসেসটা এসেছে এরেট্রনিক্সের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্টের সিকিউরড পোর্ট 32x493 থেকে। এরেট্রনিক্সের নতুন সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট চার্লস সিভাস্টিন একজন পুরোমাত্রায় নন টেকনিক্যাল মানুষ। অতএব তিনি এত বড় একটা প্রসেস বাড়ি থেকে চালাবেন এমনটা ভাবতে খানিকটা কষ্টই হলো স্যামের। তবুও নিশ্চিত হবার জন্য গত একমাসে চার্লসের প্রসেস লগ দেখতে চাইল স্যাম।

প্রথম চেষ্টায় চার্লসের প্রসেস লগ দেখতে ব্যর্থ হলো স্যাম। অতঃপর নিজের ২৫৬ বিটের সুপার সিকিউরিটি কোড প্রবেশ করার পর সে দেখল বড় প্রসেস তো দূরে থাকুক ছোট প্রসেসও খুব কম চালিয়েছে চার্লস। মূলত কমিউনিকেশনের মডিউলগুলো নিয়মিত চালিয়েছে চার্লস। তাই স্যামের বিস্ময়ের মাত্রাটাও খানিকটা বাড়ল। যে লোক সারা মাসে কোনো বড় প্রোগ্রাম চালায় নি সে হঠাৎ ছুটিতে এত বড় কাজ করবে, এটা কীভাবে ঘটল!

স্যাম এরপর চার্লসের ছুটির সময়কার প্রসেসগুলো দেখতে চাইল। এবারও দ্বিতীয় দফায় তার ২৫৬ বিটের সুপার সিকিউরিটি কোড প্রবেশ করানোর পর স্যাম চার্লসের লগ দেখতে পেল। আর দেখে বেশ অবাক হলো। সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে চার্লস যোগ দেওয়ার তিন মাসেই তিনটা ছুটির সময় এ ধরনের প্রসেস বাইরে থেকে চালানো হয়েছে। তারপরও এই প্রসেসটার একটা বৈশিষ্ট্য কিছুতেই মনঃপূত হলো না স্যামের। আর সেটি হলো প্রসেসটি রান করার ক্ষেত্রে পরপর দুটি প্রসেসর দখল না করে, বহুদূরের দুটি প্রসেসর ব্যবহার করছে— যেটা এরেট্রনিক্সের রীতি বিরুদ্ধ।

স্যাম তাই প্রসেস মনিটরিংয়ের সিদ্ধান্ত নিল। একজন সিকিউরিটি এনালিস্ট হিসেবে ভাইস প্রেসিডেন্টের কাজে গোয়েন্দাগিরি করা যদিও তার সাজে না, তবুও সে এটা করার সিদ্ধান্ত নিল। অবশ্য জানাজানি হবার ভয় খুব একটা নেই। এরপরও তার এই নাকগলানোর ব্যাপারটা আর কেউ না জানলেও লগে ঠিক থেকে যাবে। আর এরেট্রনিক্সের লগ পরিবর্তনযোগ্য নয়। অবশ্য তাকে শো'কজ করা হলে সে ঠিক কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে উত্তরটা দেবে সেটাও ভেবে বের করতে স্যামের দেরি হয় না। প্রসেসটা এরেট্রনিক্স সিস্টেমের প্রসেসর এলোকেশন নীতি মানছে না— এ কারণেই সে প্রসেসটি মনিটর করেছে। কেননা, হতে পারে প্রোগ্রামটি এরেট্রনিক্সের তৈরি নয়, এবং হতে পারে এরেট্রনিক্স সিস্টেমে বাগ রয়েছে; সেটা গত ২৩ বছরেও ধরা পড়ে নি!

সিদ্ধান্তটা নিতেই যতটা দেরি। এরপর প্রসেস মনিটরিংয়ের জন্য প্রি-কম্পাইল্ড সাব-সিস্টেম ২১ লোড করল স্যাম। সাব-সিস্টেমটা লোড হতে ৩৮ পিকোসেকেন্ডের কিছু বেশি সময় নিল। যেটা দেখে স্যাম খানিকটা বিরক্তই হলো, কেননা, সাব-সিস্টেম ২১ লোড হতে সময় লাগে ২৭ পিকোসেকেন্ডেরও কম। তার মানে আসলেই প্রসেসটা অনেক বেশি মেমোরি ব্যবহার করছে। একটা প্রসেস একা এরেট্রনিক্স সিস্টেমের এতটা মেমোরি ব্যবহার করছে সেটা স্যামকে রীতিমতো বিরক্ত করল।

সাব-সিস্টেম ২১-কে স্যাম 12EF329BA37 প্রসেস মনিটর করার দায়িত্ব দিয়ে একটু হাঁফ ছাড়ল। কিন্তু খুব বেশিক্ষণ নিজের চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসার সুযোগ সে পেল না। মনিটরিংয়ের একটা লাল রঙের মেসেজ তার চোখ আটকে গেল। মেসেজ ডিটেইল দেখে স্যাম বেশ থমকে গেল। কয়েক মুহূর্ত আগেই প্রসেসটা কার্নেল ও হার্ডওয়্যার এবস্ট্রাকশন লেয়ারকে পাশ কাটিয়ে হার্ডওয়্যার এক্সেস করল। এরেট্রনিক্সের কোনো প্রোগ্রামে এই ফিচারটি নেই। এরেট্রনিক্সের সব প্রোগ্রামই এরেট্রনিক্সের ওএস ডিপেন্ডেন্ট। আর

এরেট্রনিক্স ওএস ৯.৭.২ এমনভাবে তৈরি যে কোনো প্রসেস ওএস বাইপাস করে সরাসরি হার্ডওয়্যার এক্সেস করার চেষ্টা করলে ওএস তাকে অটোকিল করবে। তাহলে এই প্রসেসটা কিল হচ্ছে না কেন! স্যামকে এবার প্রসেসটা আরো ভাবিয়ে তুলল। কিন্তু কিছুই করার নেই— স্যামের পিডিএ ৫ মিনিট আগেই তাকে জানিয়ে দিয়েছে তার বের হবার সময় হয়ে গেছে। আর এরেট্রনিক্সে ডিউটির সময়ের বাইরে অতিরিক্ত সময় থাকার কোনো সুযোগ কারো নেই। তাই ফাইলটা গুছিয়ে নিয়ে স্যাম অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ে। সদর দরজার কাছে রেটিনা স্ক্যান করাতে করাতে তার শেষবার প্রসেসটার কথা মনে পড়ে।

২

জোসেফ স্যামের টেবিলে একটা টোকা দিয়ে মনিটরের দিকে তাকায়। সাব-সিস্টেম ২১-এর লগ তখনো মনিটরে অসংখ্য মেসেজ দিয়ে যাচ্ছে। মেসেজগুলোর বিন্দু-বিসর্গও পারে না জোসেফ। তার বোঝার কথাও নয়। পদে একজন ডেপুটি শেরিফ জোসেফ। স্যামুয়েল পিটারসনের মৃত্যুর তদন্ত করতে এরেট্রনিক্সে স্যামের চেম্বার দেখার সুযোগ পেয়েছে সে। হুম, মৃত্যুর আগে তাহলে এখানে কাজ করছিল স্যাম ? আনমনেই ভাবে জোসেফ। গতকাল রাতে এরেট্রনিক্সের এক সিকিউরিটি গার্ড পার্কিং লটের বাইরে নিজের গাড়ির পাশে স্যামের মৃতদেহটি আবিষ্কার করে। পুলিশকেও খবর দেয় সেই। স্যামের মৃত্যুটি পরিকল্পিত। কেউ আগে থেকেই গাড়ির সিকিউরিটি প্যাডে কোনো গণ্ডগোল করে গিয়েছিল। তাই পাঞ্চকার্ড ঢোকানোর সময় শরীরে হাইভোল্টেজ গিয়ে মৃত্যু ঘটে স্যামের। এতটা ভোল্টেজ গাড়ির সিকিউরিটি প্যাডে থাকার কথা নয়। সম্ভবত প্যাডটাকে আগে থেকেই চার্জিত করা হয়েছিল।

পুলিশ স্টেশনে ফিরে পুরো কেসের প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট তৈরি করে সেটিকে হাইটেক আখ্যা দিয়ে ইন্টেলিজেন্সের কাছ থেকে হাইটেক এসিস্টেন্স চাইল জোসেফ।

৩

বিকেলের ফ্লাইটেই মায়ামি থেকে লসএঞ্জেলসে এসে নামল আতিফ জাফরি। ক্রিসমাসের ছুটিটা অনেক হট্টগোল করে অর্জন করেছিল এই আফ্রিকান আমেরিকান। কিন্তু এরেট্রনিক্সের সিকিউরিটি এনালিস্ট স্যামুয়েল পিটারসনের খুনের তদন্ত করতে তার ছুটি বাতিল করে তাকে লসএঞ্জেলসে আসার নির্দেশ দিয়েছে এফবিআই২।

বিকেল সাড়ে পাঁচটায় জোসেফের সামনে এসে নিজের পরিচয় দেয় আতিফ। পঞ্চাশোর্ধ আতিফের দিকে জোসেফ খুব ভাবলেশহীনভাবে তাকিয়ে স্যামের ফাইলটা তুলে দেয়। ফাইলে চোখ বুলিয়ে আতিফ তার জেরা শুরু করে জোসেফকে দিয়েই।

— কেসটাকে হাইটেক ক্লাসিফায়েড করার পেছনে আপনার যুক্তিটা কী ?

— মূলত স্যামের ব্যাকগ্রাউন্ড। গত মাসে হ্যাকারদের ওপেন চ্যালেঞ্জ। আর মৃত্যুর আগে যে লগ নিয়ে সে কাজ করছিল তাতে রেড এলার্টের সংখ্যা খানিকটা বেশিই ছিল।

— আর সেজন্যই আপনি হাইটেক ক্লাসিফায়েড কেস ফাইল করলেন ?

— হুম!

— তাহলে চলুন আমরা এরেট্রনিক্সের দিকে রওয়ানা দিই।

মৃদু হেসে একটি খাম আতিফের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে জোসেফ বলল, আমার যাবার কোনো দরকার নেই স্যার। পুরো কেসের ইনচার্জ আপনাকেই করা হয়েছে। আপনি নিজেই এরেট্রনিক্সের হেড কোয়ার্টারে চলে যান। ওখানে ওদের ডেপুটি সিকিউরিটি এনালিস্ট বাগমারকে পাবেন। ওই আপনাকে বাকিটা এসিস্ট করবে।

প্রচণ্ড বিরক্তি চেপে উঠে দাঁড়ালেন আতিফ। দাঁড়ানোর পর আর বিরক্তি চাপাতে পারলেন না। যত্তোসব!

পুলিশ স্টেশন থেকে বেরিয়ে নিজের জন্য বরাদ্দ রাখা পুলিশের গাড়িটা নিয়ে রওয়ানা দিলেন তিনি।

এরেট্রনিক্সের প্রথম সিকিউরিটি ডেস্কেই ছিল বাগমার। বিশালদেহী। আর খানিকটা নার্ভাস টাইপের। আতিফকে তার সিকিউরিটি কার্ড পরিয়ে দিতে দিতেই একটু কেঁপে উঠল সে। এই কেঁপে ওঠা আতিফের চোখ এড়াল না। করিডোর ধরে হেঁটে যেতে যেতে তিনি বাগমারকে প্রশ্ন করলেন।

— আপনি কি নার্ভাস ?

— না তো ?

প্রায় চমকে উঠল বাগমার।

— তাহলে এত কাঁপছেন কেন ?

— এটাই কি স্বাভাবিক না ?

— কেন ? পুলিশকে এত ভয়!

— উঁহু; পুলিশ বলে না। বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ সিকিউরিটি এনালিস্টের হত্যার তদন্ত করছে আরেকজন নামকরা সিকিউরিটি এনালিস্ট। তাই কিছুটা এক্সাইটেড।

— আপনি আমার প্রোফাইল জানেন দেখছি!

এবার বিস্মিত হন আতিফ।

সে ছিল একসময় সিকিউরিটি এনালিস্ট। একাডেমিতে স্পেশালাইজেশন করেছিল সে হাইটেক ক্লাসিফায়েড কেস ফাইল। আর সেখানে মেজর ছিল সিকিউরিটি এনালাইসিস। শুধু একাডেমির ভেতরেই নয়। পুরো বিশ্বেই তার সিকিউরিটি সিস্টেম ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু যখন এফবিআই২-এর কাজে পুরোপুরি জড়িয়ে গেল তখন পুরোদমে এই কাজ আর করা হলো না।

স্যামের মনিটরে লগ ভিউয়ারটা ভালো করে দেখল আতিফ। রেড এলার্টগুলো সম্পর্কে বাগমারের মন্তব্য চাইল। বাগমার এরেট্রনিক্স এক্সড্রাইভ থেকে তার রিপোর্টটা এনে দিল। রিপোর্টটা দুপুর বেলা বাগমার অফিসে বসেই তৈরি করেছে। মাঝারি আকারের ১২ পৃষ্ঠার একটি রিপোর্ট। তাতে স্যামের আবিষ্কার করা তথ্যগুলো পুনঃআবিষ্কার ছাড়াও আরো দুটি বিষয় সংযোগ করেছে। এক. প্রসেসটি মোট তিনটি পয়েন্টে কার্নেল ও হার্ডওয়্যার এবস্ট্রাকশন লেয়ারকে বাইপাস করছে। আর ১৭ নম্বর প্রসেসর ব্যবহারকারী পুরো অংশটাই ওএস বাইপাস করছে। দুই. পুরো প্রসেসের ওপর এরেট্রনিক্স ওএসের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, যেটা সম্ভব নয়। বাগমার তার উপসংহারে প্রসেসটিকে অবাঞ্ছিত বলেও উল্লেখ করেছে।

— প্রসেসটিকে কিল কর।

খুব সহজ গলায় আতিফ বাগমারকে নির্দেশ দিল। বাগমার প্রচণ্ড বিস্ময় নিয়ে বলল,

— প্রসেসটি আমাদের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্টের রিমোট কোনো প্রোগ্রাম থেকে আসছে। কিল করাটা...।

— অবশ্যই ঠিক হবে। মানুষ মারা গেছে, আর প্রসেস!

বাগমারের কথা শেষ করতে না দিয়েই বলে ওঠে আতিফ। অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রসেসটি কিল করার কমান্ড দিল বাগমার। কোনোরকম মেসেজ না দিয়েই কমান্ডটি টার্মিনেট হলো। একাধিকবার কিল করার কমান্ড দিয়ে ব্যর্থ হয়ে বিস্মিত চোখে তাকাল বাগমার। আতিফও দুবার কমান্ড দিলেন। কিন্তু একই ফল।

— এটা কি ভাইরাস ?

আতিফ প্রশ্ন করে বাগমারকে।

— এরেট্রনিক্সের সার্ভারে ভাইরাস প্রবেশ করবে— এটা অসম্ভব।

বাগমার মন্তব্য করে।

— তাহলে এতো গড়মিল ?

— এটাই তো বোঝার বিষয়।

— হতে পারে।

—আতিফ স্যামের টার্মিনালের সামনের দ্বিতীয় চেয়ারটাতে বসে পড়ে।

— প্রসেসটিতে ভিজ্যুয়াল আউটপুট আছে ?

— আছে।

— কোথায় ?

— রিমোট লোকেশনে।

— দেখা যায় না ?

— যেতে পারে।

— যেতে পারে মানে কী ?

খানিকটা রেগে ওঠে আতিফ। অসহায় হবার একটা ভঙ্গি করে বাগমার সিস্টেম চেক করতে বলল।

— না, এমন কোনো সিস্টেম নেই যেটা দিয়ে সরাসরি চেক করা যায়।

— হুম। কোনো স্ক্রিপ্ট আছে তোমাদের ?

— হ্যাঁ, আমরা এরেট্রনিক্স জ্যাক্স স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করি।

— কী ধরনের স্ক্রিপ্ট এইটা ?

— ইন্টারনাল সার্ভার কন্ট্রোল স্ক্রিপ্ট।

— ঠিক আছে। আমি এলগরিদম দিচ্ছি। আপনি কোড করুন।

বাগমার কোড উইন্ডো খুলতেই আতিফ আবার বিরক্তি প্রকাশ করে—

— আইডিই নেই আপনাদের ?

— আছে, তবে আইডিইটা অসম্পূর্ণ। ডিবাগিং টুলগুলো এখনো ইন্টিগ্রেট করা হয় নি।

— ডিবাগিং ম্যানুয়ালি করব। আপনি আইডিই-তেই কাজ করুন।

বাগমার আইডিই-তে কোড লিখতে শুরু করে। আইডিই-টা আসলেই যাচ্ছেতাই। তারপরও কোড লিখার কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়। স্ক্রিপ্টের একটা অংশে আতিফ একটা প্রি-কম্পাইল্ড লাইব্রেরি সংযোজন করতে বলে। আতিফের একটা অটো ট্রেসার। ঐটা আতিফের সাইট থেকে ডাউনলোড করে নিয়ে ব্যবহার করে বাগমার। এক্সটার্নাল কোড সাপোর্ট করবে কিনা জ্যাক্স স্ক্রিপ্ট, এটা নিয়ে সন্দেহে ছিল বাগমার। কিন্তু প্রায় ৪ ঘণ্টা কোডিং করার পর প্রথমবার যখন কম্পাইল করা হলো, অবাকই হলো বাগমার। মাত্র ২টা এরর। লাইন নম্বর ধরে এরর দুটি খুঁজে পেয়ে একটু লজ্জাই পেল বাগমার। বানান ভুল! তবে লজিকে ভুল আছে কিনা, এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ নয় সে। সন্দেহটা আতিফকে জানায় বাগমার। আতিফ শুধু ছোট্ট একটুকরো হাসি দেয়।

— রাত কটা বাজে ?

আতিফের এই প্রশ্নে চমকে ওঠে বাগমার।

— আপনাকে ক্রিসমাসের ছুটিতে বাইরে থাকতে হচ্ছে, তাই না ?

বাগমারকে আচমকা অপ্রস্তুত করে তোলে আতিফ।

— নাহ্‌। ঠিক তা না। আমি ব্যাচেলর।

আতিফ মনে মনে হাসে খানিকটা। সেই বিংশ শতাব্দী থেকে এই আজ পর্যন্ত। সিকিউরিটি এনালিস্টদের সংসার করা আর হলো না।

যাই হোক প্রোগ্রামটা চালানো যাক। কী বলেন ? তার আগে আপনার ঐ সাব-সিস্টেমটাকে বন্ধ করুন।

বাগমার কোনো কথা না বলেই সাব-সিস্টেমটা বন্ধ করে। আতিফ প্রোগ্রামটা চালায়। প্রায় ৮ মিনিট অপেক্ষা করার প্রথম আউটপুট আসে। প্রথম প্রসেসরের আউটপুট। প্রথমটাতে খানিকটা ঝাপসা ছিল। পরে পরিষ্কার হলো। একটা জিআইএস স্যাটেলাইটের ডাটা প্রসেস হচ্ছে। কোন অঞ্চলের সেটা স্পষ্ট হচ্ছে না।

আতিফ বাগমারকে কোডটা এডিট করার জন্য বলে। বাগমার আবার কোড উইন্ডোটা খুলে বসে। অন্য একটা মনিটরে আউটপুট উইন্ডোটা ট্রান্সফার করে দিয়ে তারা কোড এডিট করে। এবারও আতিফ একটা বিশেষ এলগরিদমের কথা বলে। কিন্তু তার প্রি-কম্পাইল্ড লাইব্রেরি সংযোগ করার দরকার হয় না। ঐ এলগরিদম এলজেব্রা এরেট্রনিক্স জ্যাক্স স্ক্রিপ্টের লাইব্রেরি থেকেই কল করে দেয়া হয়।

আগের কোডিংটা এডিট করে কম্পাইল করার পর পুরনো প্রোগ্রামটা বন্ধ করে সেটার পরিবর্তে নতুনটাকে রান করানো হয়। এবার আর প্রসেসটার আউটপুট পেতে খুব বেশি দেরি হয় না। জিওগ্রাফিক ডাটাগুলোও ভেক্টর সাইনের পরিবর্তে অনেক বেশি ইমেজ হিসেবে চোখে ধরা পড়ে।

— সতের নম্বর প্রসেসরটায় প্রসেসের যে অংশটুকু কাজ করছে, আমরা কিন্তু সেটার আউটপুট পাচ্ছি না।

নীরবতা ভাঙে আতিফ।

— পাবার কথাও না।

বাগমার মন্তব্য করে।

— আমরা কোথাও এই জাম্পের উল্লেখ করি নি। আমাদের ওএস এক নম্বর প্রসেসরের পর দুই নম্বরে খুঁজে না পেয়ে থেমে যাচ্ছে।

— হুম! তাহলে আমরা যেহেতু জানি সতের নম্বরে প্রসেসটি আছে, সেটা হ্যাক করি!

আতিফ সহজ সমাধান বের করে।

— তাহলে অবশ্য প্রসেস শেষ হলে, বা অন্যকোথাও সরে গেলে এক্সেপশন হবে।

— তা হবে। তবুও করি।

বাগমার এখন নিজেই জেনে গেছে কী করতে হবে। তাই কোডটুকু নিজেই লিখে ফেলে। আতিফ শুধু একবার বলে, আউটপুট দুটো মার্জ করতে ভুলো না।

বাগমার সেটাও করে ফেলে।

পুরনো প্রোগ্রাম বন্ধ করে নতুনটা চালানোর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আউটপুট চলে আসে। এবার আর ইমেজ নয়। সরাসরি দৃশ্য ভেসে ওঠে। সুদান অঞ্চলের একটা স্কেপ তৈরি করা হচ্ছে। তার কিছু কিছু অংশ আবার চিহ্নিত করা হচ্ছে। সতের নম্বর প্রসেসর কিছু জিআইএস ইনপুট নিচ্ছে এরেট্রনিক্সের স্যাটেলাইট এরোফ্লো২৩-এর কাছ থেকে। আউটপুট কিউ প্রসেসও করছে এই প্রসেসরটি।

আতিফ প্রথমে পুরো কাজটার কোনো উদ্দেশ্য খুঁজে পায় না। স্যামের অফিস ইনডেক্স রাত ১০টার সংকেত দিতেই প্রথম

ক্ষুধা টের পায় আতিফ। প্লেনে লাঞ্চ করার পর আর কিছু খায় নি সে। রেস্ট নেবারও কিছুটা প্রয়োজন অনুভব করে।

বাগমারকে পরদিন সকাল ৯টায় আসতে বলে আতিফ। আর এরোট্রনিক্সের সার্ভারে রিমোট লগইন করার একটা এক্সেস চায়। বাগমার সুপার ইউজার হিসেবে আতিফকে একটা টেম্পোরারি একাউন্ট তৈরি করে দেয়। তারপর দুজন পার্কিং লট থেকে চলে যায় যার যার জায়গায়।

৪

রাতের খাবার শেষে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েই আবার উঠে পড়ে আতিফ। বিছানার পাশেই ইনফ্রানেট সকেট। ঐখানে ল্যাপটপটাকে কানেক্ট করে রিমোট লগইন করে এরোট্রনিক্সের সার্ভারে। জ্যাক্স স্ক্রিপ্টে লেখা কোডটাকে খুব ভালোভাবে স্টাডি করে আতিফ। বুঝতে পেরে হেসে ওঠে সে। জ্যাক্স স্ক্রিপ্ট একটা দশম প্রজন্মের স্ক্রিপ্ট। অর্থাৎ এর ব্যবহার অতিরিক্ত রকম সরল। আয়ত্ত করতে এক ঘন্টাও লাগে না আতিফের। সুডো করে নিজের হাতে এডমিনিস্ট্রেটরের কন্ট্রোল নিয়ে নেন আতিফ। তারপর দ্রুত ঐ অবাঞ্ছিত প্রসেসটার ইনপুট ট্রেস করে। প্রসেসটা আগেই হ্যাক করা ছিল বলে, প্রসেসকে বিন্দুমাত্র জানাতে না দিয়ে আতিফ চলে আসে অন্য একটা সার্ভারে। অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতার সার্ভার এটা, সেটা আতিফ সার্ভার স্ট্যাটাস দেখেই বুঝতে পারে।

সার্ভারের পরিচয় জানতে চেষ্টা করে আতিফ। কিন্তু এই সার্ভারের রেজিস্টার্ড ইউজার নয় বলে তাকে কোনো তথ্য দিতে অস্বীকৃতি জানায় সার্ভারের সিকিউরিটি মডিউল সুহো। সুহো!

আতিফ খুব দ্রুত চিন্তা করে। আর তাই ফল পেতে দেরি হয় না। সুহো পেন্টাগন^{২}-এর সিকিউরিটি মডিউল। কিন্তু এই ছোট সার্ভার পেন্টাগনের। এটা বিশ্বাস করতে চায় না আতিফ।

আরো কিছুক্ষণ সার্ভারে ঘোরাঘুরি করে। সবশেষে তার পুরনো বন্ধু মেজর রুশো সালভাদিরের একাউন্ট সুডো করে পেন্টাগন^{২}-এর সার্ভারে এক্সেস নেয় আতিফ। এরপর জানতে পারে এটা পেন্টাগনের সার্ভার মুসো না। এটা একটা টেস্ট সার্ভার। এখন পর্যন্ত এর কোনো নাম হয় নি। এর টেস্ট আইডি P10x8369F। এবং এটি সরাসরি মুসোর সাথে সংযুক্ত। মুসোর ডাটা সে নিতে পারলেও মুসোকে আর কোনো কাজে ব্যবহারের ক্ষমতা এর নেই।

এরকম আরো বেশ কিছু তথ্য হাতে চলে আসে আতিফের। পেন্টাগন^{২} কীভাবে ভাইস প্রেসিডেন্টের সিকিউরড রিমোট পোর্ট ব্যবহার করছে ভেবে অবাক হয় আতিফ।

এরোট্রনিক্সের সিকিউরিটি ফিচারের উপর প্রকাশিত হওয়া স্যামের রিপোর্টটা আবার পড়ল আতিফ। কোনোভাবেই সম্ভব না এরোট্রনিক্সের সার্ভারে অন্যকারো প্রবেশ করা। তার উপর উচ্চপদস্থ একজনের আইডি ব্যবহার করে তো কিছুতেই নয়।

গত কয়েক মাসে চার্লস কোনো পেন্টাগন^{২}-এর এজেন্টের সাথে দেখা করেছে কিনা; এমন একটা রিকোয়েস্ট পাঠাল আতিফ এফবিআই^{২}-এর কাছে। নিজের আইডি দিয়ে আতিফ সিস্টেমের কাছে নিজের পরিচয়ও দিল। প্রায় ৩ মিনিট পরেই রেজাল্ট রিপোর্ট চলে এলো। চার্লস গতমাসে ফ্রান্সের শ্যারন দ্য স্লাভাতিতে পেন্টাগন^{২}-এর জেনারেল মার্ক স্পেনসারের সাথে একটা ডিনারে অংশগ্রহণ করেছিল। এ ব্যাপারে আরো কিছু তথ্য জানার চেষ্টা করল আতিফ। কিন্তু তেমন কোনো তথ্যই সে পেল না।

আবার পেন্টাগন^{২}-এর ছোট সার্ভারে ফিরে এলো আতিফ। এই সার্ভার প্রসেসের প্রায় পুরো কাজটাই করছে এরোট্রনিক্সের সার্ভারে। আর স্যাটেলাইট লিঙ্ক রয়েছে এরোট্রনিক্সের এরোফ্লো^{২৩} ছাড়াও পেন্টাগন^{২}-এর জিকো^{৭}, এবং মধ্যপ্রাচ্যের একটি স্পাইয়িং স্যাটেলাইট মোনালিসা^{৫৯}-এর সাথে।

মোনালিসা^{৫৯}-কে দেখে একটু অবাক হয় আতিফ। মোনালিসা^{৫৯} মুসলিম ফ্রন্টের একটি স্যাটেলাইট। ওদের স্যাটেলাইট সবসময় ব্যবহার করতে দেয়া হয় না যুক্তরাষ্ট্রকে। যদিও মুসলিমদের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুতা বহুদিনের। এমনকি ওদের আক্রমণে ২০২৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপক ক্ষতি হয়। পেন্টাগন, এফবিআই হেডকোয়ার্টার সব ধ্বংস হয়ে যায়। তারপর ২০৩৩ সালে মুসলিমদের সাথে শান্তি চুক্তি হয় যুক্তরাষ্ট্র জোটের। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে মুসলিমদের যেমন কোনো শক্তি ছিল না। বর্তমান পরিস্থিতি তা নয়। প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের সময়ই দেখা গেছে সংঘবদ্ধ মুসলিম জোট কতটা শক্তিশালী ও ভয়ঙ্কর রূপ ধরতে পারে। আর সুদানে তাদের হেডকোয়ার্টার।

চিন্তার নতুন একটা সূত্র পায় আতিফ। পেন্টাগন^{২}-এর সার্ভার থেকে চলে আসে মোনালিসা^{৫৯}-এর সার্ভারে। এই সার্ভারের ভৌগোলিক অবস্থান পায় না আতিফ। অত্যন্ত গোপনীয়। আর কিছুটা যেতেই বুঝতে পারে আতিফ, হ্যাক করা হয়েছে একে। তার মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুসলিমদের ডাটা ও সিস্টেম হ্যাক করছে।

ব্যাপারটা ভালো না খারাপ, ঠিকমতো বুঝতে পারে না আতিফ। তবে এটা বুঝতে পারে— মুসলিমদের কর্মকাণ্ড বোঝার জোর চেষ্টা চলছে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের সময় মুসলিমদের সবচেয়ে ভয়াবহ আক্রমণ ছিল সমস্ত রাডার ও স্যাটেলাইট ফাঁকি দিয়ে নিউক্লিয়ার আক্রমণ। আক্রমণটা এমন ছিল যেন আগে থেকে সেট করা বোমার বিস্ফোরণ ঘটেছিল পেন্টাগন-এ। কিন্তু মার্কিনিরা জানে, এটা অসম্ভব।

কৌতূহল চাপে আতিফের। পুরো প্রজেক্টটা কী সেটা জানার জন্য পেন্টাগন^{২}-এর সার্ভারে আসে আতিফ। পেন্টাগন^{২}-এর মূল সার্ভার ছাড়াও অন্যান্য সমস্ত সার্ভার তন্ন তন্ন করে খোঁজে আতিফ। অত্যন্ত গোপনীয় চিহ্নিত ফাইলগুলো হ্যাক করে ডিকোড করার চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুই পায় না। প্রায় সারারাত চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় আতিফ।

একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয় আতিফের। স্যামকে খুন করা হয়েছে এই প্রসেসটার পেছনে নজরদারি করার জন্য। অতএব, আতিফের হ্যাকিং যদি তারা টের পায় তবে আতিফেরও বিপদ আছে। তবে আতিফ এটাও জানে যে হ্যাকিংয়ে তার নিজস্ব সাব-সিস্টেমগুলো তাকে সবসময়ই গোপন রেখেছে।

প্রসেসটাকে নিরীহই ধরে নিত আতিফ। যদি না স্যাম খুন হতো! স্যামের খুন শুধু এটাই প্রমাণ করে যে, পেন্টাগন^{২} এই প্রকল্পটার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি রকম মরিয়া। তার অর্থই হলো এখানে কিছু একটা সমস্যা চলছে।

আতিফ বুঝতে পারে, লসএঞ্জেলসে তার তেমন কিছুই আর জানার নেই। তাছাড়া সামান্য একটা ল্যাপটপ ব্যবহার করে রিমোট এক্সেসে কাজের অত সুবিধাও নেই। তাই এফবিআই^{২} -এর ওয়াশিংটন হেডকোয়ার্টারের চেয়ে আদর্শ আর কোনো জায়গার কথা ভাবতে পারে না আতিফ।

বাগমারকে বিদায় ও এরোট্রনিক্সের সার্ভার থেকে তার একাউন্ট মুছে ফেলার অনুরোধ জানিয়ে দুপুরের ফ্লাইটে ওয়াশিংটনের জরুরি টিকেট বুক করে একটু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করে আতিফ।

৫

এফবিআই^{২}-এর হেডকোয়ার্টারে নিজের কেবিনে কফির মগ হাতে আতিফ নিজের টার্মিনালের সামনে বসে খানিকটা স্বস্তি অনুভব করে। বিকেলে ওয়াশিংটনে ফিরে সোজা অফিসে চলে আসে আতিফ। সারা শহরে ক্রিসমাসের আমেজ থাকলেও এফবিআই^{২} অফিসে কাজের চাপে ক্রিসমাসের আমেজকে কেমন খেলো মনে হয়।

এরোট্রনিক্সের কেসটা ফাইল করে ফেলে আতিফ। ফাইল করার সময় আর্কাইভ কিপার জোয়ানা হাসতে হাসতে বলে বিংশ শতাব্দীতে পেন্টাগনও এরকম কিছু গবেষণা করেছিল যেগুলোর ফল খুব একটা শুভ ছিল না। আমাদের এক্সফাইলস আর্কাইভে এখনো এফবিআইয়ের কিছু ফাইল আছে। হেসে সম্ভাবনাটাকে উড়িয়ে দেয় আতিফ। সম্ভাবনাটাকে উড়িয়ে দিলেও একটা ব্যাপার আতিফ অস্বীকার করতে পারে না। প্রসেসরটার কোনো রেকর্ড নেই পেন্টাগন^{২}-এ। কেন?

বিকেলের দিকে আতিফ পেন্টাগন^{২}-এর সার্ভারে দ্বিতীয়বারের মতো ঢুকে পড়ে। পুরো প্রসেসের আউটপুটটা কপি করতে শুরু করে এফবিআই^{২}-এর সার্ভার ৭-এ। আউটপুটের স্ট্রিমটা দেখতে শুরু করে আতিফ। এই অংশগুলো এরোট্রনিক্সে বসে পায় নি তারা। এই আউটপুট ৩ দিন আগেই পেন্টাগন^{২}-এ চলে এসেছিল।

স্ট্রিমটার শুরুতেই রয়েছে একটা লিস্ট। আর লিস্টের অবজেক্টগুলো খুঁজে বের করার জন ট্রায়াঙ্গুলেশন পদ্ধতিতে অনবরত তিনটি স্যাটেলাইট তিনদিন ধরে কাজ করে সুদান অঞ্চলের সম্ভাব্য পয়েন্ট তৈরি করছে।

কিছুদূর যেতেই বুঝতে পারল এর সাথে আলাস্কায় বসানো মার্কিনিদের নতুন ৯টি টেস্ট নিউক্লিয়ার সাইলোর যোগাযোগ রয়েছে। কিন্তু সিএনএন^{২}-এর রিপোর্ট অনুযায়ী এই টেস্ট প্রজেক্ট ডিপ ফ্রিজ আলাস্কাতেই হবে, সুদানে নয়। তারপরও নিশ্চিত হবার জন্য আতিফ সিএনএন^{২}-এর সাইট থেকে নিউজটা দেখে। নিউজের আইডি দেখে এফবিআই^{২}-এর অফিসিয়াল অথোরিটি ব্যবহার করে জানতে পারে এই পরীক্ষার জন্য পেন্টাগন^{২} একটি বিশেষ সার্ভার ব্যবহার করছে— নিওক্লিও। খুবই রেস্ট্রিক্টেড সার্ভার। ব্রিগেডিয়ার ছাড়া ঐ সার্ভারে কারো এক্সেস নেই।

আতিফ নিওক্লিও সার্ভারে ঢোকার চেষ্টা করে। প্রথম দুই দফা ব্যর্থ হলেও তৃতীয় দফায় ঢুকতে পারে, কিন্তু কোনো কাজ করতে পারে না। বের হয়ে আবার ঢোকার চেষ্টা করে। প্রথমবার ব্যর্থ হয়ে দ্বিতীয়বার শুধুমাত্র পড়ার এক্সেস পায়। আর যে তথ্য সে আবিষ্কার করে তা রীতিমতো ভয়াবহ।

পুরো পেন্টাগন^{২} জানছে নিওক্লিও নিয়ন্ত্রণ করছে আলাস্কার ৯টি সাইলো। কিন্তু ঘটনা মোটেও তা নায়। নিওক্লিওকে একটি ইমুলেশন দিয়ে পুরো কন্ট্রোল কেউ বা কারা সরিয়ে নিয়ে গেছে P10x8369F টেস্ট সার্ভারে। ব্যাপারটা খুবই বাজে। কিন্তু যে অবস্থায় আতিফ সার্ভারে আছে তাতে লগগুলো দেখার সুযোগ পাচ্ছে না।

আতিফ পুরো ঘটনার একটা তাৎক্ষণিক রিপোর্ট তৈরি করে এফবিআই^{২}-এর আঞ্চলিক প্রধানের কাছে 'অত্যন্ত জরুরি' চিহ্নিত করে পাঠিয়ে দেয়। ২ মিনিটে এফবিআই^{২}-এর ওয়াশিংটন অপারেশনের চিফ লেফটেন্যান্ট গ্রুন আতিফকে তাঁর সাথে যোগাযোগ করতে বলে। টার্মিনালে না, একেবারে সশরীরে। চৌদ্দতলা থেকে আতিফকে চলে যেতে হয় ৩২ তলায় গ্রুনের অফিসে।

গ্রুনের অফিসে পৌঁছা মাত্রই গ্রুন আতিফকে প্রশ্ন করে, কতখানি নিশ্চিত?

— পুরোটাই।

— তাহলে এখান থেকে চেষ্টা কর। আশা করি নিওক্লিও থেকে ভালো রেসপন্স পাবে।

এফবিআই^{২}-এর হ্যাকার^{৫৩} সিস্টেমের সাহায্যে খুব দ্রুত আতিফ পৌঁছে যায় নিওক্লিও-এর ভেতরে। একেবারে সুপার ইউজার কিন্তু রিডঅনলি মোডে। প্রথমেই ঐ প্রোগ্রামটার রিপোর্ট খোঁজে। পেয়েও যায়। রিপোর্টের কিছু অংশ হাস্যকর মনে হয় তার কাছে। আলাস্কার ৯টি সাইলোই ১০০% সফল হবে ধরে নিয়ে আলাস্কার পরিবর্তে সুদানের ৯টি পয়েন্টে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পেন্টাগন^{২}-এর দুজন জেনারেল। প্রেসিডেন্টকে না জানিয়েই তারা আক্রমণটা করতে চাচ্ছে। অথচ মুসলিমদের সাথে চুক্তি অনুযায়ী তারা বেশ ভালোভাবেই চলছিল। এ অবস্থায় ৯টি পয়েন্টে আক্রমণ করে কমপক্ষে ৩টি অবজেক্ট ধ্বংসের আশা করছে তারা। অথচ ঐ ৩টি অবজেক্টের কোনো একটি যদি ধ্বংস না হয়, তবে তার ফলাফল শুভ হবার কথা নয়। বরং মুসলিমদের পাল্টা আক্রমণে পুরো যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের ধূলিসাৎ হয়ে যাবার কথা।

লগ ভিউয়ার থেকে জেনারেলদের নাম উদ্ধারে ব্যর্থ হয় আতিফ। কারা ইমুলেশনটি সেট করে কন্ট্রোল সরিয়েছে লগ থেকে তা মুছে ফেলার চিহ্ন স্পষ্ট।

আমাদের প্রেসিডেন্টকে এখুনি ব্যাপারটা জানানো উচিত, তাই না?

আতিফ লেফটেন্যান্ট গ্রুনকে প্রশ্ন করে।

গ্রুন ডার্ক হাউজের সাথে যোগাযোগের বিশেষ পোর্টাল ব্যবহার করে রেড মেসেজ পাঠায় প্রেসিডেন্টকে। প্রেসিডেন্ট জবাব দিতে পাঁচ মিনিট সময় নেয়। সবেমাত্র ডিনার সেরেছেন তিনি। গ্রুনের রিপোর্ট চাইলেন। সব শুনে তিনি জানতে চাইলেন— এই প্রজেক্টের ডেডলাইন কত?

গ্রুন তাৎক্ষণিকভাবে তাকে জানাল ক্রিসমাসের রাত ১২টায়।

প্রেসিডেন্ট সময় দেখে জানাল, তার মানে হাতে আর মাত্র সাড়ে ২৪ ঘন্টা। গ্রুন প্রেসিডেন্টকে সতর্ক করে দিল দুজন অননুগত জেনারেলের ব্যাপারে। প্রেসিডেন্ট এফবিআই^{২}-কে অনলাইনে থাকতে বলে জরুরি ভিত্তিতে তার বিশ্বস্ত জেনারেল মাসাউকোকে ডাকলেন। জেনারেল রিপোর্ট দেখে হতভম্ভ। তাৎক্ষণিকভাবে 'প্রজেক্ট ডিপ ফ্রিজ' বন্ধের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু অপারেটর জানাল সাইলো ২৮ ঘন্টা আগে চালু হবার কথা। অর্থাৎ ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে। তারপরও ডবল চেক করে জানাল সাড়ে তিন ঘন্টা আগেই সাইলো চালু হয়ে গেছে। এখন থামাতে গেলে সাইলোতেই মিসাইলগুলোর বিস্ফোরণ ঘটবে!

■ মোঃ মারুফ হোসেন